তারিখ ... 6 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

গবেষণাপত্র জালিয়াতি

এ অসততা রুখতেই হবে

ইংরেজিতে plagiarism বহুল ব্যবহৃত শব্দ। বাংলা একাডেমির অভিধানে এ শব্দের অর্থ রয়েছে এভাবে– অন্যের ভাব, শব্দ গ্রহণ করে নিজের বলে ব্যবহার করা। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র, গবেষক কিংবা শিক্ষক এটা করতে পারেন। এটাকে অসততা বলে আমরা ধরে নিতে পারি। এটা প্রতারণা বলা যায়। অনেক প্রতিষ্ঠান এখন এ প্রতারণা রুখতে সফটওয়্যারের সহায়তা নেয়। কেউ দোষী প্রমাণিত হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কারের মতো কঠিন শাস্তি পেতে হয়। সাংবাদিকদেরও কেউ কেউ এমন অনৈতিক কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন। শনিবার সমকালে 'রাবিতে গবেষণাপত্র মিলছে টাকায়' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়েছে, উত্তরাঞ্চলের প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে গবেষণাপত্র জালিয়াতি বা নকল করা হয় বলে অভিযোগ উঠছে। কম্পিউটারের দোকানে মিলছে গবেষণাপাপত্র কিংবা ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট। এ ধরনের শর্টকাট পন্থার কারণে মৌলিক গবেষণা ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা সনদ পাচ্ছে কিন্তু ভেতরটা থেকে যাচ্ছে ফাঁপা। সামান্য অর্থেই যেহেতু গবেষণা প্রতিবেদন মেলে, তাই গবেষণার বিষয় বেছে নেওয়ার আগে খোঁজ পড়ে আশপাশের কিংবা দূরের কম্পিউটারের দোকানে কী ধরনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন মিলবে। এ ধরনের জালিয়াতির কারণে প্রকৃত গবেষকদের স্বীকৃতি মেলে না। মুড়ি-মুড়কি এক দর হয়ে পড়ে। কেবল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েই কি এ অনৈতিক কাজ সীমিত? আমাদের শঙ্কা, আরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহজে উদ্দেশ্য হাসিলের আয়োজন রয়েছে। এর প্রতিকারে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত প্রয়াস চাই। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতাও গুরুত্বপূর্ণ। যারা এভাবে অর্থ উপার্জনের জন্য দোকান খুলে বসেছে, তাদের ওপরে চাই কঠোর নজরদারি। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হচ্ছে গবেষণা পরিচালকদের। কোনো শিক্ষার্থী ফাঁকি দিচ্ছে কি-না, চোরাই পথে সংগ্রহ করা গবেষণা প্রতিবেদন নিজের বলে প্রকাশ করতে চাইছে কি-না; সেসব সহজেই তারা ধরে ফেলতে পারেন। কিন্তু গবেষকদের মধ্যেই যদি ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা থাকে, তাহলে যে সর্বনাশের শেষ থাকে না।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর